প্রথম আলো

তারিখ ২০ FEB 2009

এক শিক্ষকে চলছে স্কুল

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি ●

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী। ছাত্রছাত্রী প্রায় আড়াই শ। তাদের জন্য শিক্ষক মাত্র একজন। এক শ্রেণীতে পড়া দিয়ে এক শিক্ষককে ছুটতে হয় অপর শ্রেণীতে। এভাবে ছোটাছুটি করে কখন যে ছুটির ঘণ্টা বেজে যায়। বই-খাতা নিয়ে শিক্ষার্থীরাও বাড়ির পথ ধরে। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার গণ্ডা ইউনিয়নের ভাটলাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় এক মাস ধরে চলছে এই অবস্থা। এতে বিদ্যালয়ের পাঠদানও ব্যাহত হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

বিদ্যালয় ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭২ সালে স্থাপিত এ বিদ্যালয়টি ১৯৮৩ সালে সরকারি করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আড়াই শ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষকের মধ্যে মামলাজনিত কারণে কয়েক বছর আগে শিক্ষক আবদুল লতিফ চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন। অপর সহকারী শিক্ষক কামাল আহম্মদ গত ২৪ জানুয়ারি থেকে চিকিৎসা ছুটিতে আছেন। এ কারণে ওই সময় থেকে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুরুজ আলী খান একাই দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সবকিছু সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষকের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা যে যার মতো ছোটাছুটি ও খেলাধুলায় ব্যস্ত। শ্রেণীকক্ষে লুডু খেলছিল পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী মনি, মাকছুদা, তামান্না ও সামসুন্নাহার। সামসুন্নাহার জানায়, 'ক্লাস অয় না। তাই খেলতাছি।' মাঠে খেলার সময় চতুর্থ শ্রেণীর লিপা জানায়, 'স্যার একলা। আমরারে পড়া দিয়া অন্যেরারে পড়া লয়।' তৃতীয় শ্রেণীর জহিরুল বলে, 'অহনো একটা ঘণ্টা অইছে না। একজন স্যার কয় স্থানে যাইব।'

সরেজমিনে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের টিনশেড ভবনটিও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর দরজা-জানালার অবস্থাও নাজুক। ওপরের টিনের চালাও ভেঙে গেছে। তাই বৃষ্টি হলেই পানিতে সব ভিজে যায়। বেশির ভাগ বেঞ্চই বসার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

গণ্ডা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ওয়াশিদুল ইসলাম ওয়াসিম বলেন, মাত্র একজন শিক্ষক থাকায় বিদ্যালয়ে লেখাপড়া হয় না বললেই চলে। এ কারণে দুপুরেই বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যায়।

সমস্যায় জর্জরিত এ বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্বে থাকা সুরুজ আলী খান বলেন, 'খুব বিপদের মধ্যে আছি। একার পক্ষে এতগুলো ছাত্রছাত্রীকে সামলানো যায় না। একবার এক ক্লাসের পড়া দিয়ে অন্য ক্লাসে চলে যাই। এ জন্য সারাক্ষণই দৌড়ের ওপর থাকতে হয়। অফিসের কাজে কোনো স্থানে গেলে বিদ্যালয়ে তালা দিয়ে যাই। তখন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। এসব সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এখলাছউদ্দিন ফকির বলেন, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে প্রেষণে (ডেপুটেশন) শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।